উন্নত পদ্ধতিতে ঝিঙ্গা চাষ

১. ফসলঃ ঝিঙ্গা (Ribbed gourd)

ঝিঙ্গা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গ্রীস্মকালীন সবজী। প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষনযোগ্য অংশে প্রোটিন ০.৫ গ্রাম, ভিটামিন সি ৫ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ২৭ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৮ মিলিগ্রাম রয়েছে।

২. উন্নত জাত সমূহঃ

জাতের নাম	কোম্পানীর নাম	বীজ বপনের উপযোগী সময়
বারি ঝিঙ্গা-১	BARI	ফেব্রুয়ারি
হাইব্রীড ঝিঙ্গা রামা	ইস্ট ওয়েস্ট সীড	ফেব্রুয়ারি
হাইব্রীড ঝিঙ্গা মুসা খাঁ, ঈশা খাঁ	মলি- কা সীড কো. (MSC)	মাঘ মাস থেকে আশ্বিন মাস
হাইব্রীড ঝিঙ্গা কে.এস-১,২,৩	কৃষিবিদ গ্রুপ	---
হাইব্রীড ঝিঙ্গা অনামিকা	বেজো শীতল সীডস (বাংলাদেশ) লি: (BCSBL)	সারা বছর
হাইব্রীড ঝিঙ্গা সিন্দাবদ, (উফশী-টেস্টিলং)	গেটকো এগ্রো ভিশন লি:	---
হাইব্রীড ঝিঙ্গা বাসন্ড্রী, এনএস-১২১৮, টেস্টি	নামধারী মালিক সীডস (NMS)	---
হাইব্রীড ঝিঙ্গা সাগরিকা এফ-১, চ্যালেঞ্জার এফ-১	পাশাপাশি সীড কো:	পৌষ ব্যতিত প্রায় সারা বছরই চাষ করা হয় (সাগরিকা), সারা বছরই চাষ করা হয় (চ্যালেঞ্জার)
হাইব্রীড ঝিঙ্গা জি মলি- কা	এনার্জি প্যাক এগ্রো লি:	তীব্র শীত ব্যতিত সারা বছর চাষ করা যায়

৩. উপযোগী জমি ও মাটিঃ

প্রায় সব রকম মাটিতেই ঝিঙ্গার চাষ করা যেতে পারে। তবে সুনিষ্কাশিত উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোঁআশ মাটি ঝিঙ্গার ফসল চাষের জন্য উত্তম।

৪. বীজঃ

- ভালো বীজ নির্বাচনঃ ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য গুলো নিম্নোরূপ-
  - ✓ রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট ও চিটামুক্ত হতে হবে।
  - ✓ সকল বীজের আকার আকৃতি একই ধরনের হবে।
- বীজের হারঃ ঝিঙ্গা চাষের জন্যে শতাংশ প্রতি ১২-১৫ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরন করতে হবে।
- বীজ শোধনঃ ভিটাভেক্স ২০০ / টিলথ অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করে বীজ শোধন করা ভাল।

৫. জমি তৈরীঃ

- জমি চাষঃ জমিকে প্রথমে ভাল ভাবে চাষ ও মই দিয়ে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন জমিতে কোন বড় ঢিলা এবং আগাছা না থাকে।
- বীজ তলা/বেড তৈরীঃ বেডের উচ্চতা হবে ১৫-২০ সেমি। বেডের প্রস্থ হবে ১.২ মিটার এবং লম্বা জমির দৈঘ্য অনুসারে সুবিধামত নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। এরূপ পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি ব্যাসের সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে এবং ফসল পরিচর্যার সুবিধার্থে প্রতি দুবেড পর পর ৩০ সেমি প্রশস্ড় নালা থাকবে।

৬. বপন ও রোপন এর পদ্ধতিঃ

- বপন ও রোপন এর সময়ঃ ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ড় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরন করতে হবে।
- রোপনঃ প্রতি মাদায় ২-৩ টি ১৬-১৭ দিন বয়সের চারা লাগাতে হবে।
- মাদা তৈরীঃ মাদার আকার হবে ব্যাস ২০ ইঞ্চি সেমি, গভীর ২০ ইঞ্চি এবং তলদেশ ২০ ইঞ্চি। ২৫ ইঞ্চি প্রশস্ড় সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন উভয় বেডের কিনারা হইতে ২৫ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্ড়র অন্ড়র এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে।

৭. সার ব্যবস্থাপনাঃ

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)	মোট পরিমাণ (শতাংশ প্রতি)	জমি তৈরির সময় (শতাংশ প্রতি)	চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপনের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপনের ৭০-৭৫ দিন পর	সারের উৎস
পচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	২০ কেজি	৫ কেজি	-	-	-	-	
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০গ্রাম	৩৫০গ্রাম	৩০গ্রাম	-	-	-	-	
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০গ্রাম	-	-	১৫গ্রাম	১৫গ্রাম	১৫গ্রাম	১৫গ্রাম	
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০গ্রাম	২০০গ্রাম	২০গ্রাম	১৫গ্রাম	-	-	-	
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০গ্রাম	৪০০গ্রাম	-		-	-	-	
দস্ড়া সার	১২.৫ কেজি	৫০গ্রাম	৫০গ্রাম	-	-	-	-	-	
বারাক্স	১০ কেজি	৪০গ্রাম	৪০গ্রাম	-	-	-	-	-	
ম্যাগনেশিয়াম	১২.৫কেজি	৫০গ্রাম	-	৫গ্রাম	-	-	-	-	

৮. আগাছা দমনঃ

- সময়ঃ মাদাতে অথবা এর চার পাশে আগাছা হলে।
- দমন পদ্ধতিঃ হাত/নিড়ানীর সাহয্যে আগাছা দমন করতে হবে।

৯. সেচ ব্যবস্থাঃ

- সেচের সময়ঃ মাদার ও মাদার চার পাশের মাটি শুকায়ে গেলে।
- সেচের পরিমাণঃ কদাল দিয়ে মাটি আলগা করে হাল্কা সেচ দিতে হবে।
- নিষ্কাশনঃ কোন অবস্ড়াতেই গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকতে দেয়া যাবেনা।
-

১০. রোগ ও পোকামাকড় দমনঃ

রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন		প্রতিকার	বালাইনাশকের উৎস
রোগের নাম- পাউডারী মিল্ডিউ লক্ষণ-পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে দাগগুলো বড় ও বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ড় লতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, ফল ঝরে পড়ে এমনকি সম্পূর্ন গাছ মরে যায়।		১. জমির আশে পাশে কুমড়া জাতীয় অন্য যে কোন রকমের সবজি চাষ থেকে বিরত থাকা। ২. আক্রান্ড় পাতা ও গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা। ৩. থিয়োভিট ৮০ ডবি- উজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করুন।	সিনজেনটা
		এমকোজিম ৫০ ডবলিউপি ৭০-৭৫ এম.এল / বিঘতে(৩৩ শতাংশ) ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এ সি আই
		হেকোনাজল ৫ ই সি ২০০ মি লি প্রতি একরে (১ মিলি/ ১ লিটার পানিতে) স্প্রে করতে হবে।	পদ্মাওয়েল কো. লি.
রোগের নাম- ডাউনি মিল্ডিউ লক্ষণ- এর জন্য গাছের পাতা ধূসর হয়ে যায়। পাতায় সাদা পাউডার দেখা যায়		১. থিয়োভিট ৮০ ডবি- উজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করুন।	সিনজেনটা
পোকার নাম- মাছি পোকা ক্ষতির ধরন- ১. স্ত্রী মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে।২. ডিম ফুটে কীড়াগুলো বরে হয়ে ফলের শাস খায় এবং ফল পচে যায় ও অকালে ঝরে পড়ে।		পে- নাম ৫০ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১গ্রাম হারে পে- নাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ২. সবিক্রন ৪২৫ ইসি- প্রতি লিটার পানিতে ২ এমএল হারে মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	সিনজেনটা

রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন		প্রতিকার	বালাইনাশকের উৎস
পোকার নাম- পামকিন বিটল ক্ষতির ধরন- পূর্ণাঙ্গ পোকা চারা গাছের পাতা ছিদ্র করে খায়। কীড়া গাছের গোড়ায় মাটিতে বাস করে এবং গাছের শিকড়ের ক্ষতি করে।		১. আক্রান্ড় গাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা হাতে ধরে মেরে ফেলা। ২০-২৫ দিন চারা মশারির জাল দিয়ে ঢেকে রাখা। ২. কীড়া দমনের জন্য প্রতি গাছের গোড়ায় ২.৫ গ্রাম বাসুডিন-১০ জি মিশিয়ে দিয়ে তারপর সেচ দিতে হবে। ৩. সবিক্রন ৪২৫ ইসি- প্রতি লিটার পানিতে ২ এমএল হারে মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে কর"ন।	সিনজেনটা
		টিডো ২০ এস.এল-৫০-৫৫ এম এল / একর জমিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এ সি আই
পোকার নাম- জাব পোকা ক্ষতির ধরন- পূণবয়স্ক ও নিম্ফ উভয়েই পাতা, কচি কান্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোঁটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়। ফলে গাছ প্রথমে দুর্বল ও পরে হলুদ হয়ে যায়। গাছে ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমণ হলে ফুলের কুঁড়ি ও কচি ফল ঝরে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মরে যায়।		১. আক্রান্ড় পাতা, ডগা, ফুল পোকাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা। ২. একতারা ২৫ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে ২.৫ গ্রাম একতারা প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাব গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। ৩. পে- নাম ৫০ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে পে- নাম মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।	সিনজেনটা
		টিডো ২০ এস.এল-১০০-১০৫ এম এল / একর জমিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এ সি আই
পোকার নাম- কাঁটালে পোকা বা এপিল্যাকনা বিটল ক্ষতির ধরন- এই পোকা পাতার শিরাগুরোর মাঝের অংশ খেয়ে ফেলে। মধ্য শিরা বাদে পাতার সমস্ড় অংশ খেয়ে ঝাঝরা করে ফেলতে পারে। ফলের উপরি ভাগের কিছু অংশ খেয়ে ফেলতে পারে অথবা ছোট ছিদ্র করতে পারে		১. পোকা সহ আক্রান্ড় পাতা হাত বাছাই করে মেরে ফেলতে হবে। ৩. এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি স্প্রে করতে হবে	

১১. বিশেষ পরিচর্যাঃ

বাউনি দেওয়াঃ ঝিংগার কাংখিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। ঝিংগা মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কম হওয়ায় ফলন হ্রাস পায়।

ফল ধারণ বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়ন

ঝিংগার পরাগায়ন প্রধানতঃ মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে বেশী ফল ধরার জন্য হেক্টর প্রতি তিনটি মৌমাছির কলোনী স্থাপন করা প্রয়োজন। এছাড়াও কৃত্রিম পরাগায়ন করে ঝিংগার ফলন শতকরা ২০-২৫ ভাগ পর্যন্ড় বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ঝিংগার ফুল বিকালে ফোটে। বিকাল ৪:০০ থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ফুল ফোটা শেষ হয়। এর পরাগায়ন ফুল ফোটার পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ড় এবং পরদিন সকালের অগ্রভাগে হয়। ঝিঙ্গার কৃত্রিম পরাগায়নে ভাল ফলন পাওয়া যায়। কৃত্রিম পরাগায়নের নিয়ম হলো ফুল ফোটার পর পুরুষ ফুল ছিড়েঁ নিয়ে ফুলের পাপড়ি অপসারণ করা হয় এবং ফলের পরাগধানী (যার মধ্যে পরাগরেণু থাকে) আস্ড়ে করে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে (যেটি গর্ভাশয়ের পিছনে পাপড়ির মাঝখানে থাকে) ঘষে দেয়া হয়।

১২. ফসল কাটাঃ

- সময়ঃ ঝিঙ্গার ফল পরাগায়নের ৮-১০ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয়।
- পদ্ধতিঃ সাধারনত হাত / ধারালো ছুরি দিয়ে ঝিঙ্গা ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করা হয়।

১৩. পরিবহণ ব্যবস্থাঃ

- পরিবহণ পদ্ধতিঃ পরিবহনের সময় ফসল সংগ্রহের পর প্রথমে ডালিতে কলা পাতা বিছিয়ে তার উপর ঝিঙ্গা সাজায়ে রাখতে হবে যাতে কোনো দাগ না পরে।
- পরিবহণের মাধ্যমঃ সাধারনত ঝড়ি / ডালিতে করে পরিবহন করা হয় তবে বেশি আকারে হলে পিকাআপ /ট্রাকের মাধমেও পরিবহন করে হয়।

১৪. প্যাকেজিংঃ

- প্যাকেজিংপদ্ধতিঃ প্যাকেজিং এর জন্য ফুড রেপিং পেপার, পেরফোরেটেড পেপার, ঝুড়ি, খাঁচা, প-াস্টিক কেস, ব্যবহার করা জেতে পারে।

১৫. সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

- স্বল্প পরিসরেঃ ৩-৫ দিন সংরক্ষণ করা যায়।

১৬. বাজারজাত ব্যবস্থাঃ

- বাজার ব্যবস্থাঃ পার্শবর্তী কোনো হাট-বাজারে বিক্রয় করতে পারেন।

১৭. তথ্যের উৎসঃ

AIS, BARI, কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, ekrishok.com, krishitey.com

১৮. সর্বশেষ সংযোজন (তারিখ):

July, 2014